দৈনিক সংবাদ

তারিখ 08 DEC 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

222

শিক্ষক নিয়োগ প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় দুর্নীতি

গত ২৭-১০-৮৭ তারিখে গোয়ালন্দ উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগে এক প্রহসনমূলক প্রতিযোগিতা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ কমিটি পূর্বেই তাদের পছন্দমত প্রার্থীদেরকে মনোনীত করে রাখে এবং তাদের পূর্ব রাতেই প্রশ্নপত্র বলে দেয়া হয়। কিন্তু বিষয়টি ফাঁস হয়ে পড়ার কারণে গোয়ালন্দ উপজেলা জনকল্যাণ সংসদ মাইকযোগে পথসভার মাধ্যমে সকল প্রার্থী ও জনগণের উদ্দেশে প্রচার করে। পরবর্তী সময়ে জনকল্যাণ সংসদের নেতৃবৃন্দের চাপের মুখে নিয়োগ কমিটি স্থানীয় সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষক দ্বারা নতুন করে প্রশ্নপত্র তৈরী করাতে বাধ্য হয়। কিন্তু নিয়োগ কমিটি তাদের পূর্ব মনোনীত প্রার্থীদেরকে বহাল রাখার জন্য বিকল্প কৌশল অবলম্বন করে। যা নিম্নরূপ :

*পরীক্ষা গ্রহণের পূর্ব নির্ধারিত স্থান উজানচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবর্তে উপজেলা পরিষদের হল রুমে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। স্থানাভাবের অজুহাত দেখিয়ে প্রত্যেক বেঞ্চে ৫জন করে পরীক্ষার্থীকে বসানো হয়, যার ফলে নিয়োগ কমিটির পূর্ব নির্ধারিত প্রার্থীদের আত্মীয়, এমনকি স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোনের পাশে বসে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে স্বামী অন্য সংস্থায় চাকরি করা সত্ত্বেও তার যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যম ছাড়াই পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ পায়। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সময় ঐ সকল পরীক্ষার্থী (স্বামী, ভাই) মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন।

লিখিত পরীক্ষায় মোট ৬৩ জন পরিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ২৬ জনকে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়। এদের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর ৫৪ এবং সর্বনিম্ন নম্বর ৩৪ মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সময় নিয়োগ কমিটি তাদের পূর্ব নির্ধারিত প্রার্থীদেরকে অন্যদের চেয়ে বেশী নম্বর প্রদান করে নিয়োগ তালিকায় তালিকাভুক্ত করেন। মৌখিক পরীক্ষায় বেশী নম্বর প্রদান করেও একজন প্রার্থীকে যখন নিয়োগ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় না, তখন তাকে ক্রমবহির্ভূতভাবে নির্বাচিত করা হয়। নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে এমন কয়েকজন রয়েছেন যারা নিয়োগ কমিটির সদস্যদের নিকট আত্মীয়/আত্মীয়া যেমন পুত্র, আপন শ্যালিকা, বোনও ভাইয়ের স্ত্রী। অন্যদেরকে টাকার বিনিময়ে নির্বাচিত করা হয়।

পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য পরীক্ষার্থীদেরকে ২০০ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট দিতে বলা হয়, যাহার ফলে অনেক গরীবমেধাবী ছাত্র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি।

প্রশ্নপত্র বাইরে পাচার করে দেয়া হয়, যার ফলে পরীক্ষায় ব্যাপক নকল করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ইতিপূর্বেও গোয়ালন্দ উপজেলায় দুইবারে মোট ৭ জন প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকা দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়। উক্ত ৭ জনের একজন হচ্ছেন উপজেলা চেয়ারম্যানের আপন ভগ্নী।

গোয়ালন্দ উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করায় অনেক মেধাবী পরীক্ষার্থী বাদ পড়ছেন এবং অমেধাবীরা নিয়োগপ্রাপ্ত হচ্ছেন। যাহার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার মান নিচের দিকে যাচ্ছে।

একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ করছি।

১। আবদুল জলিল মোল্লা, সদস্য সচিব, জনকল্যাণ সংসদ, গোয়ালন্দ, ২। মো: মনিরুজ্জামান, সদস্য, জনকল্যাণ সংসদ, গোয়ালন্দ, ৩। মো: আহছান উল্লাহ চৌধুরী, সভাপতি, প্রা: শি: সমিতি, গোয়ালন্দ।